১ ১ ২

নোয়াহ ফেল্ডম্যান

ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার পতন ও পুনরুত্থান

(The Fall And Rise Of The Islamic State)

"[A] concise and thoughtful history."
-U.S. News & World Report

ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার পতন ও পুনরুত্থান

নোয়াহ ফেল্ডম্যান

অনুবাদ

মুহাম্মদ রাশেদ

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার পতন ও পুনরুত্থান
(The Fall And Rise Of The Islamic State)
নোয়াহ ফেল্ডম্যান রচিত ও মুহাম্মদ রাশেদ অনূদিত

বি আই এল আর এল এ সি-১১

ISBN : 978-984-90208-8-2

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর-২০১৪
দ্বিতীয় মুদ্রণ : ডিসেম্বর-২০২০

গ্রন্থস্বত্ব : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

প্রকাশক
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে
মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট-১৩/বি, লিফ্‌ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২, মোবাইল : ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com
Website : www.ilrcbd.org

কম্পোজ
ল' রিসার্চ কম্পিউটার্স বিভাগ

মুদ্রণ : মারজান প্রিন্টিং প্রেস

মূল্য : ৩০০ (তিন শত) টাকা, $ 15

ISLAMI RASTROBEBOSTHAR PATON O PUNURUTTHAN (The Fall And Rise Of The Islamic State) written by Noah Feldman, translated by Muhammad Rashed and Published by Muhammad Nazrul Islam on the behalf of Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. 55/B Purana Paltan, Noakhali Tower, Suite-13/B, Lift-12, Dhaka-1000, Bangladesh. Phone : 02-9576762, Mobile : 01761-855357.
Price : Tk. 300, $ 15

৫ ৩ ৬

'আলেমগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী'
-সুনানে আবূ দাউদ, হাদীস নং-৩৬৩৪

'যাজকের নিয়ম-বিন্যাস, শৃঙ্খলা এবং পার্থিব ও আধ্যাত্মিক উচ্চাশা মুসলিমদের অজানা। ইসলামী আইনের পণ্ডিতগণ মুসলিমদের বিবেকের পথপ্রদর্শক ও বিশ্বাসের মাধ্যম। আটলান্টিক থেকে গঙ্গা সর্বত্র পবিত্র কুরআনকে মনে করা হয় আইনের মৌলিক গ্রন্থ এবং তা কেবল ধর্মতত্ত্বের ক্ষেত্রেই নয়, দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনের মূলনীতির ক্ষেত্রেও। শুধু তাই নয়, কুরআনকে মনে করা হয় আইনের এমন উৎস যা মানবজাতির কর্মকাণ্ড এবং তার সম্পদের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করে। এ আইন স্রষ্টার ত্রুটিহীন ও অপরিবর্তনীয় ইচ্ছা দ্বারা সুরক্ষিত ও পরিচালিত...'

গীবন
The Decline and Fall of Roman Empire
পঞ্চাশতম অধ্যায় (৫ : ৩২৫)

প্রকাশকের কথা

যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড ল' স্কুলের প্রফেসর নোয়াহ ফেল্ডম্যান যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ। তিনি নিউইয়র্ক টাইমস ম্যাগাজিনের নিয়মিত কলাম লেখক। এছাড়া তিনি মার্কিন কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশন্স নামক সংস্থার একজন সিনিয়র ফেলো। তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থাবলী হচ্ছে: Divided by God, What We Owe Iraq, After Jihad. ২০০৮ সালে প্রকাশিত তাঁর The Fall And Rise Of The Islamic State গ্রন্থটি পাঠকমহলে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করে। এতে তিনি সাম্প্রতিককালে মুসলিম বিশ্বে শরীয়া আইন প্রতিষ্ঠার জনপ্রিয় দাবির বিভিন্ন দিক বিস্তারিত আলোচনা করেন। পাশ্চাত্যের অনেকে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে গণতন্ত্রের জন্য হুমকি মনে করছে। আবার সন্ত্রাসীরা তাদের কর্মকাণ্ডকে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দোহাই দিয়ে যৌক্তিক বলে চালিয়ে দিতে চায়। নোয়াহ ফেল্ডম্যান 'শরীয়া' বলতে আসলে কী বোঝায় এবং ইসলামী বিশ্বে তা সুশাসন ও ন্যায়বিচার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারবে কিনা-এরূপ প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাবার চেষ্টা করেছেন।

নোয়াহ ফেল্ডম্যান ট্রাডিশনাল বা ঐতিহ্যিক ইসলামী রাষ্ট্রের আইন কাঠামো এবং ঐতিহ্যের আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে, সেখানে নির্বাহী বিভাগ, বিচার বিভাগ ও আইনি ব্যাখ্যার মধ্যে আলেম সমাজ তথা ইসলামী পণ্ডিতরা ভারসাম্য বিধান করতেন। কিন্তু তুরস্কে অটোমান শাসনের শেষদিকে এই ভারসাম্যের অবসান সূচিত হয়; ফলে তার পথ ধরে মুসলিম দেশগুলোতে ব্যাপক বিপর্যয় দেখা দেয় এবং ভারসাম্যহীন স্বৈরতন্ত্রের উত্থান ঘটে। তিনি মনে করেন, আধুনিক যুগে ইসলামী রাষ্ট্র ও শরীয়া আইন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বে আবার ভারসাম্যপূর্ণ সুশাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

ফেল্ডম্যানের পর্যবেক্ষণ হচ্ছে, মুসলিম দেশগুলোর রাজনৈতিক প্রবণতা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামী আন্দোলনের গতি সে সব দেশে তীব্রতর হচ্ছে। আজ প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে যে, ইসলামী দলগুলোর সফলতা কি বেশি সংখ্যক ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংকেত দিচ্ছে? এর মাধ্যমে কি গণতান্ত্রিক বা সাংবিধানিক শরীয়াভিত্তিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে? দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন মুসলিম দেশে সরকার বিরোধী আন্দোলন জোরদার হচ্ছে এবং এতে ইসলামী দলগুলো বেশ সক্রিয় থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। সুতরাং এটা পরিষ্কার যে, তারা সাংবিধানিক সংস্কার ও গণতন্ত্রায়ণে ইসলামী আদর্শকে সামনে নিয়ে আসতে চাইবে। তারা ক্রমবর্ধমান হারে সরকারে অংশগ্রহণ করবে এবং নানা রকম সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ইসলামী আইনকে কার্যকর করতে প্রয়াসী হবে। তবে আফগানিস্তান, ফিলিস্তিন ও ইরাকের মত দেশগুলোতে সাংবিধানিক পরিবর্তন সত্ত্বেও হিংসাত্মক কার্যকলাপ ও বিশৃঙ্খলা চলতে থাকবে, যাতে সরকার ঠিকমত ইসলামী নীতি অনুযায়ী কাজ করতে না পারে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, চরমপন্থা চলতে থাকলে ইসলামী আইন বাস্তবায়নের জন্য যে সকল প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা দরকার তা ব্যাহত হবে।

এখন পর্যন্ত কোথাও ইসলামপন্থীদের শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতা গ্রহণ করতে বা ক্ষমতা গ্রহণ করতে দিলেও ক্ষমতায় থাকতে দেয়া হয়নি। তারা ক্ষমতায় গেয়ে সরকার পরিচালনায় তাদের যোগ্যতা জনগণকে দেখানোর যথেষ্ট সুযোগ পায়নি। সাম্প্রতিক মিসর এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এজন্য জনগণ যে তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে এমনটি নাও হতে পারে; যেহেতু জনগণ দেখছে যে, তাদেরকে কাজ করতে দেয়া হচ্ছে না। অন্যদিকে নানা কৌশলে- কূটনৈতিক-রাজনৈতিক-সামরিক শক্তি প্রয়োগ এবং গণমাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে তাদেরকে যারা পরাস্ত করতে চাইছে, তারা অতি মাত্রায় স্বৈরতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা চর্চা করছে; যদিও দৃশ্যত তারা গণতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা গ্রহণ করছে। এর উদাহরণ আমাদের চোখের সামনেই রয়েছে। এ বাস্তবতার নিরিখে বলা যায়, ইসলামপন্থীরা যদি আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার সুযোগ পায়, তাহলে জনগণ হয়ত তাদেরকেই বার বার ভোট দেবে। তবে তার জন্য তাদের যেমন নিয়মতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ পন্থায় রাজনৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিক আন্দোলন নিরবচ্ছিন্নভাবে চালিয়ে যেতে হবে, তেমনি সমাজে উপস্থিত নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক সকল শক্তির এ ব্যাপারে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি লালন করতে হবে।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন এসে যায় যে, ইসলামপন্থীদের ক্ষমতায় বসানো হলে তারা সত্যিই আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারবে কি? তারা যদি রাজনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে না পারে, তাহলে তাদের অবস্থাও স্বৈরশাসকদের মতই হবে। আর যদি তারা রাজনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং তার সমূহ সম্ভাবনাও রয়েছে, সেক্ষেত্রে আরব ও মুসলিম বিশ্বে তাদের জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে যাবে। ইসলামপন্থীরা এ কাজ করতে পারবে কিনা তা নির্ভর করবে তারা কতটা সাফল্যের সাথে শরীয়া বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে তুলতে পারবে- তার ওপর। বস্তুত একটি ইসলামী আইনসভা- হোক তা গণতান্ত্রিক পদ্ধতির অথবা জুডিশিয়াল রিভিউ বা বিচারিক পর্যালোচনার ব্যবস্থা সম্বলিত, এরূপ একটি সাংবিধানিক ব্যবস্থার ওপরই তাদের সাফল্য নির্ভর করবে।

ফেল্ডম্যানের মতে, যে কোন দেশেই নির্বাহী বিভাগের হাতে যখন প্রচুর ক্ষমতা পুঞ্জিভূত থাকে, তখন তাকে আইনের শাসনের আওতায় নিয়ে আসার ব্যাপারটি সাংবিধানিক ব্যবস্থায় জটিল একটি বিষয় বলে পরিগণিত হয়। এজন্য কোনো কোনো জায়গায় পূর্ণাঙ্গ বিপ্লবের দরকার হয়। কোনো দেশের দুর্বল শাসকরা হয়ত তাদের বৈধতার জন্য আইনের শাসনের আওতায় আসতে সম্মত হবে। কিন্তু অধিকাংশ মুসলিম দেশেই বিপ্লবের অভিজ্ঞতা সুখকর নয়। এর বিপরীতে ক্রমান্বয়ে সংস্কারের কাজটি ইসলামপন্থীদের জন্য অধিকতর উপযুক্ত বলে মনে হয়। এর মাধ্যমে তারা ক্রমান্বয়ে ইসলামকে আইনগত কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসতে সক্ষম হবে। এর সাথে জুডিশিয়াল রিভিউর ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে। যে কোন সমাজে শূন্যস্থানে আইন কার্যকর করা যায় না; এজন্য প্রয়োজন হয় মানবীয় প্রতিষ্ঠান এবং আইনের প্রতি মানুষের আস্থা এবং আইনের অনুশীলন। ক্লাসিক্যাল ইসলামী রাষ্ট্রে এ ধরনের পরিবেশ বিদ্যমান ছিল। বর্তমানে হয়ত সে অবস্থা পুরোপুরি ফিরিয়ে আনা যাবে না। তবে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে বিচারকদের জন্য ইসলামী আইন বিষয়ক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে এবং তাদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। তবেই এ সব দেশে কিছুটা হলেও সে শূন্যতা পূরণ হবে বলে আশা করা যায়।

বিখ্যাত ইকনোমিস্ট পত্রিকা এই বইটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছে যে, ‘ফেল্ডম্যান সাধারণ পাঠকদের জন্য এই ছোট ও হৃদয়গ্রাহী বইটিতে শত শত বছরের ইসলামী শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরেছেন। একই সঙ্গে তিনি আধুনিককালের রাজনৈতিক ইসলাম ও পুরনো ইসলামী শাসনব্যবস্থার পার্থক্যগুলোও চিহ্নিত করেছেন।’ ইকনোমিস্টের বিবেচনায় বইটি ২০০৮ সালের অন্যতম সেরা গ্রন্থ। বইটি BESTSELLER-এর পুরস্কারও জিতে নিয়েছে। বইটি প্রকাশ করেছে প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস।

বইটির বঙ্গানুবাদ যে সহজ বিষয় নয় পাঠক মাত্রই তা স্বীকার করবেন। বিজ্ঞ অনুবাদক এটিকে সহজবোধ্য করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, সেই সাথে একাজে রিসার্চ সেন্টার ও এর বাইরেও একাধিক ব্যক্তিত্ব এটিকে সম্পাদনা করার ফলে বক্তব্য ও উপস্থাপন হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানাই মোবারকবাদ, সেই সাথে কামনা করি উভয় জগতের তাদের মর্যাদাপূর্ণ জীবন।

এই বইটি অগ্রসর বাংলাভাষাভাষী পাঠকদের কাছে একটি নতুন চিন্তার উন্মেষ ঘটাবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। সবশেষে মহান রব্বুল আলামীনের শুকরিয়া আদায় করছি। মহান আল্লাহ তাআলা আমাদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন।

ডিসেম্বর-২০১৪

অনুবাদকের কথা

মানবসভ্যতার ইতিহাসে কোন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিলুপ্তির পর এর পুনরুত্থান নিতান্তই বিরল। সভ্যতার ইতিহাসে এ ধরনের পুনরুত্থানের উদাহরণ খুঁজে পাওয়া কঠিন। ফারাওদের আমলের আর্থ-রাজনৈতিক ব্যবস্থার পুনরাগমন কেউ কল্পনা করে না। ব্যবিলনীয় সভ্যতায় মানবজাতি ফিরে যাবে না। ব্যর্থ প্রমাণিত কমিউনিস্ট শাসনব্যবস্থাতেও ফেরার আগ্রহ তেমন কারো নেই। কিন্তু মানবেতিহাসে দুটো ব্যবস্থা বা আদর্শ হারিয়ে যাওয়ার পর সেগুলোর পুনরাগমন ঘটেছে কিংবা তার পুনরাগমনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। একটি হচ্ছে গণতন্ত্র অন্যটি ইসলামী আদর্শবাদী ব্যবস্থা। গ্রিসের নগর রাষ্ট্র কাঠামোর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আরো পরিশীলিত ও ব্যাপকভিত্তিক এবং যুগোপযোগী হয়ে আবারো ফিরে এসেছে এবং সগৌরবে পৃথিবীর নানা দেশে তা বিকশিত হচ্ছে।

অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ সা. এর সমসাময়িক অকৃত্রিম ও অবিমিশ্র ক্লাসিক্যাল ইসলামী শরীয়া ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থার অন্তত অবশেষটুকু শত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও গত শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত অটোম্যান বা উসমানিয়া খিলাফতের মাধ্যমে টিকে থাকলেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পক্ষে অটোম্যান খিলাফতের অংশগ্রহণ সেটুকুও নিঃশেষ করে দেয়। বিজয়ী ব্রিটিশ সাম্রাজ্য তাদের সাম্রাজ্যবাদী রাজনৈতিক স্বার্থের অনুকূলে বিজিত উসমানিয়া সাম্রাজ্যকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ফেলে এবং খিলাফত ব্যবস্থাও তুলে দেয়। কামাল পাশা (যিনি কামাল আতাতুর্ক নামেই বেশি পরিচিত) আধুনিক তুরস্ক এবং তুর্কি জাতিরাষ্ট্র গঠন করতে গিয়ে খিলাফত ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটান। তুরস্ক থেকে ইসলামী আইন ও সরকার ব্যবস্থা, শরীয়া তথা শাসন ক্ষমতায় ভারসাম্য রক্ষাকারী হিসেবে আলেম সমাজের ভূমিকা তিনি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করেন। মূলত উসমানিয়া খিলাফত ব্যবস্থার বিলোপের মধ্য দিয়ে শরীয়ার যে ব্যবহারিক- রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক কার্যকারিতা ছিল তা সম্পূর্ণ নষ্ট করে ফেলা হয়। এভাবেই বিশ্ব থেকে ইসলামী শরীয়া ভিত্তিক বিচার এবং শাসন ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটে।

সাবেক অটোমান সাম্রাজ্যের অধীন বিভিন্ন অঞ্চল ভেঙ্গে মুসলিম প্রধান যে জাতিরাষ্ট্রগুলোর সৃষ্টি হয় সে সব রাষ্ট্রে মূলত ক্ষমতার ভারসাম্যহীন একচ্ছত্র রাজতন্ত্র কিংবা স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবেই কয়েক দশক অতিক্রান্ত হয়ে যায়। এরই মধ্যে গত শতকের ত্রিশের দশকে মুসলিম ব্রাদারহুডের উৎপত্তি। যদিও মিসরে মসুলিম ব্রাদারহুড আদর্শিক চিন্তাধারা ভিত্তিক রাজনৈতিক সংস্কার আন্দোলন শুরু করে তবে বিভিন্ন মুসলিম প্রধান দেশ বিশেষত আরবী ভাষী অঞ্চলগুলোতে তা বিস্তৃতি লাভ করে এবং বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও বিকশিত হতে থাকে।

আজকে মধ্যপ্রাচ্যের স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের প্রতিক্রিয়ায় জনগণের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ শরীয়াভিত্তিক শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিই বেশি আস্থা প্রকাশ করছে। দক্ষিণ এশিয়ায় বিশেষত পাকিস্তানের জনগণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ মনে করে তাদের দেশের আইনের উৎস হওয়া উচিত ইসলামী শরীয়া। এরা নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলন করছে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির অনুকূল আধুনিক শরীয়াভিত্তিক রাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা বলে। এরা তাদের পরিকল্পনাকে ইঙ্গিত করতেই প্রতীকী অর্থে জাস্টিস শব্দটি ব্যবহার করতে পছন্দ করে। যুদ্ধোত্তর আফগানিস্তান এবং সাদ্দাম উত্তর ইরাক শরীয়াকে সম্মান জানিয়েই শাসনতন্ত্র বলবৎ করেছে। কাজেই এ কথা বলা অসঙ্গত হবে না যে, গণতন্ত্রের পুনরাগমনের পর ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থারই পুনরাগমন ঘটতে যাচ্ছে।

ইসলামপন্থী গোষ্ঠিগুলো আলেমসমাজ ভিত্তিক ক্লাসিক্যাল ইসলামী শরীয়াভিত্তিক শাসনতন্ত্রের কথা বলে না; তবে এরা সার্বিক বিচারে একটি ন্যায়ভিত্তিক আর্থসামাজিক এবং রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অর্থে শরীয়াভিত্তিক শাসনতান্ত্রিক এবং বিচারিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথাই বলে। তবে সামরিক জান্তা কিংবা দেশিবিদেশি শক্তির প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে ক্ষমতার কাছাকাছি গিয়েও ইসলামপন্থীদের ক্ষমতা থেকে ছিটকে পড়তে হয়েছে। সাম্প্রতিক মিসর ও আলজেরিয়া এর জ্বলন্ত উদাহরণ। বস্তুত আধুনিক শরীয়াভিত্তিক রাজনৈতিক শক্তিকে কখনো স্বাভাবিক ভাবে ক্ষমতা চর্চার সুযোগ দেয়া হয়নি। তবে এটাও সত্য, ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করে ন্যায়ভিত্তিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে সফল হতে চাইলে ইসলামপন্থীদের আরো বহু পথ অতিক্রম করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় কিছু প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। তবে প্রত্যাশিত সে সব প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সুযোগ তারা আদৌ পাবে কিনা সেটাই বড় প্রশ্ন।

এ সব কথাই তুলে ধরা হয়েছে নোয়াহ ফেল্ডম্যান-এর ব্যতিক্রমী রচনাকর্ম 'দি ফল এন্ড রাইজ অব দ্যা ইসলামিক স্টেট' গ্রন্থে। বইটি বিষয়বস্তুর দিক থেকে অসাধারণ তবে একটু জটিল হলেও চিন্তাশীল পাঠকদের জন্য এতে রয়েছে মূল্যবান তথ্য ও উপাত্ত এবং চিন্তার গভীর খোরাক। সেই সাথে এতে রয়েছে যে

কোন সচেতন মুসলিমের জন্য শিক্ষণীয় বিষয়। বইটির উপযোগিতার কথা চিন্তা করে এটি অনুবাদ করে বাংলাভাষী পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পরিকল্পনা গ্রহণ করে বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার। বইটির অনুবাদকর্ম আমার জন্য ছিল সত্যিই চ্যালেঞ্জিং বিষয়। আমি চেষ্টা করেছি সে চ্যালেঞ্জ জয় করতে। জানি না কতটুকু সফল হয়েছি। সে বিচারের ভার পাঠকের হাতেই রইল।

বিষয়বস্তুর বিবেচনায় এটি কোন হালকা সাহিত্যকর্ম নয়। আমার কাজের ব্যস্ততা অন্যদিকে বইটির উপস্থাপনায় লেখকের মুন্সিয়ানার কারণে অনুবাদ কাজে আমাকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে; সময় সময় কিছুটা হতোদ্যমও হয়েছি। কিন্তু ল' রিসার্চ সেন্টার এর ডেপুটি এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর বন্ধুবর শহীদুল ইসলাম-এর নিরন্তর উৎসাহ, উপর্যপুরি তাগাদা ও অনুরোধ এবং আরো অনেক বিদগ্ধজনের উৎসাহ ও দিকনির্দেশনা আমাকে এই দুরূহ কাজে উৎসাহ যুগিয়েছে। লেখকের শব্দচয়ন, জটিল বাক্যবিন্যাস এবং বিষয়বস্তুর সূক্ষ্মতা মেনে নিয়েই আমি একে সহজপাঠ্য করার চেষ্টা করেছি। আমাকে বইটি অনুবাদে অসামান্য সহযোগিতা করেছেন আমার সহকর্মী ও শ্রদ্ধেয় জনাব মোল্লা আবুল ফিদা মোহাম্মদ আহনাফ। তাঁকে মহান আল্লাহ উত্তম প্রতিদান দিন। বইটি পাঠকদের কিছুমাত্র উপকার করলে আমার পরিশ্রম সার্থক হবে। মহান আল্লাহ আমাদের এই চেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন।

বিনীত
মুহাম্মদ রাশেদ
ডিসেম্বর-২০১৪

সূচিপত্র

বিষয় **পৃষ্ঠা**

প্রকাশকের কথা ৭
অনুবাদকের কথা ১১
লেখকের ভূমিকা ১৭

প্রথম অধ্যায়

সঠিক কী ঘটেছিল? ৩৯
নতুন ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ডাক ৩৯
ইসলামী আইনের উৎপত্তি ৪২
রাসূলুল্লাহ স.-এর উত্তরাধিকারী ৪৮
উলামা ও খলীফা ৫১
আইন সংরক্ষণ : সংকট ও সমাধান ৬২
আইন শৃঙ্খলা ৬৭
আইনি বৈধতা এবং আমলাতন্ত্র ৭৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

পতনোন্মুখ অবস্থা এবং চূড়ান্ত পতন ৮৭
আইনি সংস্কার এবং আইনের সূত্রবদ্ধকরণে সমস্যা ৮৯
শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন : আলেমদের পরিবর্তে নতুন শ্রেণী ৯৯
হারানো আইনসভা ১০৭
আইন প্রণয়নকারী রাষ্ট্র এবং শরীয়া ১১০
নির্বাহীর প্রাধান্য ও প্রভাব ১২১
সউদী ব্যতিক্রম ১২৫

তৃতীয় অধ্যায়

নতুন ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার উত্থান ১৩৯
আধুনিকতাবাদী ভাবাদর্শ হিসেবে ইসলামিজম ১৩৯
ইসলামপন্থী শরীয়া এবং ইসলামী শরীয়া : ন্যায়বিচারের প্রশ্নে ১৪৭

বিষয় **পৃষ্ঠা**

শরীয়ার গণতন্ত্রায়ণ? ১৫৫
শরীয়ার শাসনতান্ত্রিকীকরণ ১৬০
ইসলামপন্থী শাসনতান্ত্রিক মডেল : সম্ভাবনাময় না কি নিষ্ফল? ১৬৪
ইরানী ধারা ১৬৬
আলেমদের দ্বারা শাসন ১৭৬
সর্বশেষ আশ্রয় হিসেবে শরীয়া ১৮১
ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার ভবিষ্যৎ ১৮৪

উপসংহার

ইসলামিজম, প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান এবং আইনের শাসন ১৯১
কৃতজ্ঞতা স্বীকার ১৯৬